



প্রবাস ক্ষিম



সুখে ভরবে আগামী দিন পেনশন এখন সর্বজনীন

বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকগণ নির্ধারিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় জমা দিয়ে এ ক্ষিমে অংশ নিতে পারবেন। পেনশন ক্ষিমের মেয়াদ শেষে দেশীয় মুদ্রায় পেনশন দেওয়া হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে পাসপোর্টের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

| মাসিক চাঁদার হার | ৫,০০০ টাকা | ৭,৫০০ টাকা | ১০,০০০ টাকা |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| চাঁদা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে) | সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা) | সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা) | সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা) |
| ৪২ | ১,৭২,৩২৭ | ২,৫৮,৪৯১ | ৩,৪৪,৬৫৫ |
| ৪০ | ১,৪৬,০০১ | ২,১৯,০০১ | ২,৯২,০০২ |
| ৩৫ | ৯৫,৯৩৫ | ১,৪৩,৯০২ | ১,৯১,৮৭০ |
| ৩০ | ৬২,৩৩০ | ৯৩,৪৯৫ | ১,২৪,৬৬০ |
| ২৫ | ৩৯,৭৭৪ | ৫৯,৬৬১ | ৭৯,৫৪৮ |
| ২০ | ২৪,৬৩৪ | ৩৬,৯৫১ | ৪৯,২৬৮ |
| ১৫ | ১৪,৪৭২ | ২১,৭০৮ | ২৮,৯৪৪ |
| ১০ | ৭,৬৫১ | ১১,৪৭৭ | ১৫,৩০২ |

- বিদেশে অর্জিত অর্থ থেকে নিরাপদ সঞ্চয়ের লক্ষ্যে প্রবাস ক্ষিমে চাঁদা প্রদান করলে ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- প্রবাস ক্ষিমে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় চাঁদা প্রদানে ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা পাবেন। এ প্রণোদনার অর্থ তার চাঁদা হিসাবে জমা হবে।
- প্রবাস ক্ষিমে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী কর্মী ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সহজেই সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত এ্যাকাউন্টে চাঁদার অর্থ জমা দিতে পারবেন।
- পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চাঁদাদাতাকে কোন অফিসে আবেদন করতে হবে না। নিরবচ্ছিন্ন ১০ বছর চাঁদা প্রদান করলে ৬০ বছর পূর্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে তার ব্যাংক একাউন্টে মাসিক পেনশনের টাকা জমা হবে।
- প্রবাস ক্ষিমে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী কর্মী দেশে ফেরত আসলে অন্য ক্ষিমে (প্রগতি, সুরক্ষা) চাঁদাদাতা হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

youtube.com/@upension

facebook.com/upension.gov.bd



জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়



+880 1550 079929
+880 1550 079945

- প্রবাস ক্ষিমে অংশগ্রহণকারী চাঁদাদাতা ০৩ মাস, ০৯ মাস ও ১২ মাসের চাঁদা একসাথে জমা প্রদান করতে পারবেন।
- প্রবাস আয় থেকে দেশে প্রেরিত অর্থের বৃহৎ অংশ সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যয় হয়। প্রবাস পেনশন ক্ষিমে অংশগ্রহণ করলে প্রবাসী কর্মী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে ভবিষ্যতে যখন কর্মহীন হবে তখন এ অর্থ ব্যয় করতে পারবে।
- প্রবাসী কর্মী নিজ নামে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে এ ক্ষিমে অংশগ্রহণ করবে, তাই এ কার্যক্রমে ওয় কোন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থাকবে না।
- যেহেতু সর্বজনীন পেনশন ক্ষিমে নমিনী রাখার সুযোগ রয়েছে তাই কোন কারণে প্রবাসী চাঁদাদাতা মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত সকল অর্থ মুনাফাসহ নমিনীকে ফেরত প্রদান করা হবে।

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে (www.upension.gov.bd) প্রবেশ করুন

রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করে প্যাকেজ/ক্ষিম নির্বাচন করুন

এনআইডি ও মোবাইল নম্বর টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজ বাটনে ক্লিক করুন।
প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ এনআইডি না থাকলে পাসপোর্ট নম্বর, জন্ম তারিখ ও মোবাইল নম্বর
টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজ বাটনে ক্লিক করুন

ব্যক্তিগত তথ্য এন্ট্রি করুন- পেশা, বাৎসরিক আয় এবং স্থায়ী ঠিকানা

ব্যাংক তথ্য এন্ট্রি করুন- ব্যাংকের নাম, শাখার নাম, হিসাব নাম, ব্যাংক একাউন্ট নম্বর এবং রাউটিং নম্বর

নমিনির পরিচয়পত্রের ধরণ, সম্পর্ক ও শতাংশ এন্ট্রি করুন

সেভ বাটনে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ফরমটি দেখুন অথবা ডাউনলোড করুন।
এরপর সাবমিট বাটনে ক্লিক করে সাবমিট করুন

পেমেন্ট করার জন্য পেমেন্ট বাটনে ক্লিক করুন; পেমেন্ট মেথড সিলেক্ট করে পেমেন্ট করুন

পেমেন্ট সম্পন্ন হলে পেমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করুন এবং মোবাইল ও প্রবাসীদের ক্ষেত্রে ই-মেইলে
প্রাপ্ত মেসেজ সংরক্ষণ করুন (মেসেজে প্রদত্ত পেনশনার আইডি ইউজার আইডি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে)

পেনশনার আইডি ও ন্যূনতম ৬ ডিজিটের পাসওয়ার্ড দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করুন

পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড গোপন রাখুন। এ পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তীতে নমিনি পরিবর্তন এবং
জমাকৃত অর্থের হিসাব দেখা যাবে।



www.upension.gov.bd

search



SCAN HERE

youtube.com/@upension

facebook.com/upension.gov.bd



জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়



+880 1550 079929
+880 1550 079945